"মুজিববর্ষ" উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দেশব্যাপী ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রমের (৩য় পর্যায়) শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে ইসলামপুর উপজেলায়

প্রেস ব্রিফিং

ইসলামপুর উপজেলায় কর্মরত সম্মানিত ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ, জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, উপজেলার কর্মকর্তাবৃন্দ ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম।

ব্রিফিং এর শুরুতে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। জাতির পিতার আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল বাংলার গরীব দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর পরই সর্বপ্রথম জাতির পিতা দেশের ভূমিহীন-গৃহহীন-ছিন্নমূল অসহায় মানুষের পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালী জেলার চরগোড়াগাছার গ্রাম পরিদর্শন করে গৃহহীন মানুষের জন্য গৃহনির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেন। তারই ধারাবাহিকতায় ক্ষুধামুক্ত-দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুজিববর্ষে "বাংলাদেশে একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না"- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের সকল ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের বাসস্থান নিশ্চিতকল্পে আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী গৃহ নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলা প্রথম পর্যায়ে ৮৮টি "ক" শ্রেণীর ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৩ জানুয়ারি ২০২১ খ্রি. তারিখে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। প্রথম পর্যায়ে প্রতিটি ঘরের জন্য অর্থ বরাদ্দ ছিল ১,৭১,০০০/- টাকা।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসলামপুর উপজেলায় ২০০টি "ক" শ্রেণীর ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২০ জুন ২০২১ খ্রি. তারিখে গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিটি ঘরের জন্য অর্থ বরাদ্দ ছিল ১,৯০,০০০/- টাকা।

তৃতীয় পর্যায়ে ইসলামপুর উপজেলায় ৩০টি "ক" শ্রেণীর ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের ঘর নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়। ৩০টি ঘরের মধ্যে গাইবান্ধা ইউনিয়নে ১৫টি, কুলকান্দি ইউনিয়নে ১০টি ও বেলগাছা ইউনিয়নে ০৫টি। তৃতীয় পর্যায়ের ঘরের ডিজাইন আংশিক সংশোধন করে ঘর প্রতি বরাদ্দ দেওয়া হয় ২,৪০,০০০/- টাকা। তৃতীয় পর্যায়ের ৩০টি ঘরে নির্মাণকাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান ও পানির ব্যবস্থার জন্য টিউবওয়েল বসানোর কাজ চলমান রয়েছে।

এ উপজেলায় জেলা প্রশাসক মহোদয়ের উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও উপজেলা মনিটরিং কমিটির সদস্যবৃন্দ দিনরাত কাজের তদারকি করে এ বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করেছেন। কর্মকর্তাবৃন্দ ছুটির দিনেও ঘরের অগ্রগতি ও গুণগতমান পরিদর্শনে যাচ্ছেন। তাছাড়া গৃহহীন বাছাই থেকে শুরু করে গৃহ নির্মাণ ও বিতরণ কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে এ উপজেলার মাননীয় সংসদ সদস্য, সকল জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সার্বক্ষণিক পরামর্শ ও তাঁদের সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

তৃতীয় পর্যায়ে ৩০টি পরিবারকে ০২(দুই) শতাংশ করে খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান, কবুলিয়ত দলিল সম্পাদন এবং খতিয়ান প্রস্তুত করা হয়েছে। এ সকল দলিলাদি সম্বলিত একটি করে ফোল্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী ২৬ এপ্রিল ২০২২ তারিখ, মঙ্গলবার, সকাল ১১.০০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে তৃতীয় পর্যায়ের ৬৪টি জেলায় নির্মিত ৩২,৯০৪টি আধা-পাকা ঘর ০২(দুই) শতক জমিসহ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মধ্যে তাঁদের উপহার হিসেবে বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন ঘোষণার পর পরই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে স্থানীয় সংসদ সদস্য, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ উপস্থিত অতিথিবৃন্দ উপকারভোগীদের নিকট এর সকল ফোল্ডার হস্তান্তর করবেন।

প্রত্যেকটি ইউনিয়নে উপকারভোগী নিজেরাই তাদের ঘরের নির্মাণ কাজ দেখাশোনা করেছেন। গৃহহীন এসব পরিবার উন্মুখ হয়ে অপেক্ষার প্রহর গুনছেন নিজের ঘরে ওঠার। যারা জীবনে কোন দিন কল্পনাও করতে পারেননি যে তারা একদিন পাকা ঘরে ঘুমাতে পারবেন, তারাই আজ জমির মালিকানাসহ একটি সুদৃশ্য পাকা বাড়ির মালিক হচ্ছেন। এটা তাদের জীবনে একটি অত্যন্ত আনন্দের দিন। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাত দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

মহান এই কর্মযজ্ঞের ইতিবাচক দিকগুলো বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচারের মাধ্যমে ইসলামপুর উপজেলার সাংবাদিকবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় তাদের আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।

এছাড়া এ বিশাল কর্মযজ্ঞে সহযোগিতা প্রদানকারী সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। জয় বাংলা, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।